গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জুন ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৬ জুন ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৬ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা সংশ্লিষ্ট ৩টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তরের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; সংশ্লিষ্ট বাজেট কোডে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে, শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করা যেতে পারে। সভাপতি Railway Act, 1890 ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতের নিমিত্ত আগামী ২০ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে Expression of Interest (EOI) আহবানের মাধ্যমে পরামর্শক নিয়োগের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি আগামী ১৫দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্ত গঠিত কমিটি'র আহবায়ককে তাগিদপত্র দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও এ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখার জন্যও সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ দেন।	(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ ও নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও সমন্বয়সভায় আলোচনা করতে হবে; এবং (গ) Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের জন্য ২০ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে EOI আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অডিট আপত্তি	অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান, মে ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ১১টি ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৫টির ওপর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬টি আপত্তির পুন:জবাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটিতে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া, অবশিষ্ট ৪২টি	(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

আপত্তির জবাব মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর নিকট পেন্ডিং রয়েছে এবং ১৪টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় মে ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যালয়

ধরণ	মে/১৯ মাস পর্যন্ত জের	মে/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	মে/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৫৮০	-	৫৮০	-	-		-	-	৫৮০
অগ্রিম	৫৩	-	৫৩	-	-	-	-	-	৫৩
খসড়া	১১০	-	১১০	-	-	-	-	-	১১০
মোট (ক)	৭৪৩	-	৭৪৩	-	-	-	-	-	৭৪৩
টাকা (হাঃ)	১৩,৬১,২৬১	-	১৩,৬১,২৬১	-	-	-	-	-	১৩৬১২৬১

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব)-এর কার্যালয়

ধরণ	এপ্রিল/১৯ মাস পর্যন্ত জের	এপ্রিল/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	এপ্রিল/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮৪৬৪	-	৮৪৬৪	০৪	-		-	-	৮৪৬৪
অগ্রিম	৭৯৯	-	৭৯৯	-	-	-	-	-	৭৯৯
খসড়া	৫৮৭	-	৫৮৭	-	-	-	-	-	৫৮৭
মোট (খ)	৯৮৫০	-	৯৮৫০	০৪	-	-	-	-	৯৮৫০
টাকা (হাঃ)	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭	-	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭	-	-	-	-	-	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম)-এর কার্যালয়

ধরণ	এপ্রিল/১৯ মাস পর্যন্ত জের	এপ্রিল/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	এপ্রিল/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮২১৯	-	৮২১৯	০৬	-		-	-	৮২১৯
অগ্রিম	৬২৬	-	৬২৬	-	-	-	-	-	৬২৬
খসড়া	৩২৪	-	৩২৪	-	-	-	-	-	৩২৪
মোট (গ)	৯১৬৯	-	৯১৬৯	০৬	-	-	-	-	৯১৬৯
টাকা (হাঃ)	৩২১২১০৩৪	-	৩২১২১০৩৪	-	-	-	-	-	৩২১২১০৩৪
সর্বমোট (ক+খ+গ)	১৯,৭৬২	-	১৯,৭৬২			-	-	-	১৯,৭৬২
মোট টাকা (হাঃ)	৩৬৭৫৪৫৯০৫২	-	৩৬৭৫৪৫৬০৫২			-	-	-	৩৬৭৫৪৫৯০৫২

সভা অবহিত হয় যে, মে ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত ৩টি দ্বিপক্ষীয় সভায় ৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলে অনুষ্ঠিত ৩টি সভায় ৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, ডিআরএম, ঢাকায় গত ২৯ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় আরও জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের নিরীক্ষা পরিদর্শনের Audit Inspection Report (AIR)-এ উল্লেখিত ৫০০-এর অধিক আপত্তির জবাব সরাসরি রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু রেলওয়ের ২৫টি বিভাগের কোনটি থেকেই জবাব পাওয়া যায়নি। এতে AIR-ভুক্ত আপত্তিগুলো যথাসময়ে

সিদ্ধান্ত:

(খ) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) রেলওয়ের ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চাহিত জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(চ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষা পরিদর্শনের AIR-এ উল্লেখিত আপত্তিগুলোর জবাব ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ছ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) ও অডিট ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিনা অনুমতিতে সভায় অনুপস্থিত থাকা সম্পর্কে উল্লেখ করে সিএন্ডএজি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র দিতে হবে; এবং

(জ) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অনুরূপ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "Digital Archiving for BR" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে:

৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>নিষ্পত্তি না হলে একটি পর্যায়ে সেগুলি পিএ কমিটিতে উত্থাপিত হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম)-কে রেলওয়ের প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেয়ার সময় অডিট আপত্তিগুলোও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

সভাপতি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এবং তার উপযুক্ত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত না থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ রেলওয়েতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) ও অডিট ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিনা অনুমতিতে সভায় অনুপস্থিত থাকা সম্পর্কে সিএন্ডএজি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। প্রয়োজনে আগামী পিএ কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে মর্মেও সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অনুরূপ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "Digital Archiving for BR" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া, প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন</td><td>সভা অবহিত হয় যে, মে ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ১০১৯টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-নথির মাধ্যমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ১৪৭টি এবং ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথি সংখ্যা ৮৭২টি। অর্থাৎমোট কার্যক্রমের ১৪.৪৩% ভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সভাপতি ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি ই-ফাইলিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্যও নির্দেশনা দেন। এছাড়া, ই-নথিতে পত্র উপস্থাপনে রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার অভার রয়েছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে একাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের কর্মকর্তাদেরকেও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত সহায়তা প্রদানের জন্য A2I-এর প্রকল্প পরিচালক-কে অনুরোধ জানাতে হবে; এবং
(গ) ই-ফাইলিং কার্যক্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সভায় মে ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>মে ১৯ মাসের জের</th><th>মে ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>মে ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>২৮৯</td><td>৪৪</td><td>৩৩৩</td><td>৩৬</td><td>২৯৭</td><td>২৯৭টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৭৬টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৪</td><td>-</td><td>৪৪</td><td>-</td><td>৪৪</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪২টি মামলা।</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</td><td>(ক) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিসিএস রেলওয়ে: ক্যাডার প্রবেশ পদ ২৪টি শূন্য আছে এবং ৩৮ তম হতে ৪১ তম বিসিএস পরীক্ষায় চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে ২৯ জনের। নন-ক্যাডার (ডাক্তার) গত ২৯.০১.২০১৯ তারিখে ৩৭তম বিসিএস থেকে ১২ জনের চাহিদা পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। একজন চাকরি হতে ইস্তফা দেয়ায় নন-ক্যাডার (আরএনবি) প্রবেশে সম্প্রতি ১টি পদ শূন্য হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ১৮৮ ও ৪৫টির চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে পিএসসি থেকে প্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২ জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪ জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭ জন মোট ৩৩ জন যোগদান করেছেন। এছাড়াও বর্তমানে উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ২৯৮টির চাহিদা পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সভায় বর্তমান শূন্য পদগুলোর মধ্যে নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা ৫৫৮৩টি, যার বিপরীতে ৩৯৮৬টি পদের নিয়োগ চলমান আছে। অবশিষ্ট ১৮৫০টি পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। প্রাপ্ত জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>শ্রেণী</th><th>মঞ্জুরী</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৬</td><td>১৫৭</td><td>২৪</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৭৮</td><td>৭০৯</td><td>২৯৩</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৩৯৭</td><td>৯২৪৭</td><td>১১৪২</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১১৪৩১</td><td>৫০৫০</td><td>৪১২৪</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫১১২</td><td>১৫১৬৩</td><td>৫৫৮৩</td></tr>
</table>

মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পশ্চিমাঞ্চলের কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে নিরাপত্ত বাহিনীতে মহিলা সিপাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগবিধি পরিবর্তন করতে হবে।

সভাপতি রেলওয়ের নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। তিনি গেইট কিপার ও পোর্টার পদের নিয়োগ একসাথে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীতে মহিলা সিপাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগবিধি সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন। APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ের শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) গেইট কিপার ও পোর্টার পদের নিয়োগ একসাথে সম্পন্ন করতে হবে; এবং

(ঘ) রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীতে মহিলা সিপাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগবিধি সংশোধন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং

৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন</td><td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মে/২০১৯ ০৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত ০৪টি মোবাইল কোর্টে ৮৬টি মামলা দায়ের করে ১২,১৯০/- (বার হাজার একশত নব্বই) টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে জানান।</td><td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসিতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।</td></tr>
</table>

4,

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	ইত্যাদি)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মে ২০১৯ মাসে পশ্চিমাঞ্চলে ৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় আদায়কৃত অর্থ দন্ডের পরিমান ২,৯৩০/- টাকা। সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেসিতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক আগামী ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।	আগামী ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানাতে হবে; এবং (গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরের ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। মে/২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৬৮০টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩০৭টি মোট ৯৮৭টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং সম্মানিত যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভা অবহিত করা হয় যে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য স্টেশন মাস্টারদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনের ভিতরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বড় বড় স্টেশনগুলোতে কর্মরত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরিকরণ ও স্টেশনের সুবিধাজনক স্থানে বড় ডিসপ্লে বোর্ডে লিখে ও টাঙিয়ে প্রদর্শন করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্নকরণ ও তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকির জন্য তাদেরকে সংশ্লিষ্ট স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করা এবং বেতন ভাতাদি প্রদানের পূর্বে স্টেশন মাস্টারের সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), সভায় জানান ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই, এ্যাটেনডেন্ট, লোকোমাস্টারসহ অন্যান্য কর্মচারিগণ সকলেই সাদা পোষাক পরিধান করে থাকেন বিধায় নানা অসুবিধা হয়। তিনি ড্রেস কোড পরিবর্তন করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সফরকালে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার নির্দেশনা দেয়া সত্বেও তা অপরিস্কার থাকায় উক্ত দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণে অবহেলার জন্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, সুইপাইরদের কার্যক্রম তদারকি করতে হবে; স্টেশনে নিয়োজিত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; (গ) বড় বড় স্টেশনগুলোতে কর্মরত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে দিতে হবে এবং তাদের নামের তালিকাসহ ডিউটি রোস্টার পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনের সুবিধাজনক স্থানে একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ড টাঙিয়ে প্রদর্শন করতে হবে।; (ঘ) স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে এবং বেতন ভাতাদি প্রদানের পূর্বে স্টেশন মাস্টারের সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণে অবহেলার জন্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর বিরুদ্ধে ৭দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী। ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং তাদের নামের তালিকাসহ ডিউটি রোস্টার পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনের সুবিধাজনক স্থানে একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ড টাঙিয়ে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া, সুইপারদের কাজ ভালোভাবে তদারকি করা এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন। সভাপতি ট্রেনে দায়িত্বরত শুধুমাত্র টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারিদের সাদা পোষাক পরিবর্তনের নিমিত্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে; এবং
(চ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারিগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করাসহ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। তিনি সময়নুবির্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনা তুলনামুলক চিত্র তুল ধরে বলেন যে, ২০১৯ সালের মে মাসের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল ৮৪%, যা মে ২০১৮ মাসে ছিল ৮৫%।

সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন। তিনি সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনার জন্য চলতি বছরের বিবেচ্য মাসসহ ২মাসের সাথে গত বছরের অনুরুপ ২মাসের সময়ানুবর্তিতার হারের একটি ছক প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেন।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং
(খ) চলতি বছরের বিবেচ্য ২মাসের সাথে গত বছরের অনুরুপ ২মাসে ট্রেন পরিচালনায় সময়ানুবর্তিতার তুলনামূলক চিত্র ছকে উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেনযে, রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের জন্য ২টি চেকলিস্ট সম্প্রতি প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে দেয়া হয়েছে। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>সভায় অবহিত করা হয় যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধকল্পে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে অভিযান অব্যাহত আছে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও ট্রেনের ছাদে যাত্রী ভ্রমণ রোধে অভিযান পরিচালনাসহ সর্তক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত মে ২০১৯ মাসে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>এপ্রিল ১৯</td><td>৬টি</td><td>২৪৩৮ টি</td><td>৫১২৮ জন</td><td>২জন</td><td>৩১২ জন</td><td>৪৫২৯ জন</td><td>৭২৯</td><td>৩৬৩৮</td></tr>
<tr><td>মে ১৯</td><td>১২টি</td><td>২৩৩৯ টি</td><td>৪৭৬৬ জন</td><td>৯জন</td><td>২১৯ জন</td><td>৪৪৪৪ জন</td><td>৮১৭</td><td>২৭৪৭</td></tr>
</table>
*** মে ২০১৮ সালে ১,১৯,৮৭,০১০/- টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়।

চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম) হতে জানানো হয়েছে যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। আরএনবি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধ এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
(খ) তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তদন্ত প্রতিবেদন ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) কমলাপুর, বিমানবন্দর, চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ ফেন্সিং করতে হবে; এবং</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>আরএনবি (পূর্ব)</td><td>৫৬৪</td><td>১৯৪৯</td><td>১,৯৯,৯৬৬/-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আরএনবি (পশ্চিম)</td><td>৪২০</td><td>৫৩২৫</td><td>১৪,৯২,১১২/-</td><td>-</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে তেল চুরি করা বন্ধ করতে হবে এবং তেল চুরির দায়ী ব্যক্তিদের তদন্ত প্রতিবেদন ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি রেল স্টেশনে যেন অবৈধ যাত্রীরা ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ ও ফেন্সিং করার নির্দেশনা দেন। তিনি বিমানবন্দর স্টেশনে সংঘটিত ছিনতাই সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন।
</td><td>(ঘ) বিমানবন্দর স্টেশনে সংঘটিত ছিনতাই সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের এপ্রিল ২০১৯ মাসের খাতভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের নিম্নরূপ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>এপ্রিল ২০১৯ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৬৬৬৬</td><td>১২৩৪৯</td><td>-</td><td>১৮৫%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮৪২৫</td><td>৭০৮৩</td><td>৮৫৫৩</td><td>১০১%</td><td>১২১%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>২০০০</td><td>২৪২২</td><td>৫৮%</td><td>১২১%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>১৭০৮</td><td>১১০১</td><td>২৬%</td><td>৬৪%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬৭৫৮</td><td>১০৭৯১</td><td>১২০৭৬</td><td>৭২%</td><td>১১১%</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, লোকোমোটিভ স্বল্পতার কারণে যাত্রী পরিবহন বাবদ আয় বাড়লেও মালামাল/পার্শ্বেল বাবদ আয় কমে যাচ্ছে। তিনি নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভ দ্রুত মেরামতের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সভাপতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং টেন্ডার বাক্স সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব কার্যালয়ে দিতে হবে। এছাড়া, তিনি নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভকে দ্রুত মেরামত করার জন্য নিমিত্ত কারখানার শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা দেয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন।
</td><td>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে;
(খ) রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি প্রতিমাসে খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণীও সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(গ) নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভকে দ্রুত মেরামত করার জন্য নিমিত্ত কারখানার শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা দেয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(ঘ) রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং টেন্ডার বাক্স সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব কার্যালয়ে দিতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>সভায় অবহিত হয় যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মে ২০১৯ মাসের উচ্ছেদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>মে ১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>মে ১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>মে ১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৫২১.০৫৫৪৫</td><td>৪.৩৫</td><td>৫১৭.৯০৪৫</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৭২১.৮৫৪৯</td><td>২.০৯</td><td>২৭১৯.২৭৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩২৪২.৯০৯৪</td><td>৬.৪৪</td><td>৩২৩৭.১৭৯৪</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ভূ-সম্পত্তি বিভাগের চাহিদা
</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>মোতাবেক ইতোমধ্যে ডিইএন-২, পাকশী ও ডিইএন-২, চট্টগ্রাম যথাক্রমে ২০০টি ও ১৪০টি সীমানা পিলার নির্মাণ করেছেন। ।

সভা অবহিত করা হয় যে, বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি একটি দোকান ইজারা দেয়া হয়েছে। এ স্টেশনটিতে সারাবছরই প্রচুর যাত্রী সমাগম হয় এবং ঈদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়; যাত্রীদের দাড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। সে জন্য স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানপাটসমূহ স্থানান্তর করা যেতে পারে। সভায় আনন্দ বাজার মার্কেট ও মতির ঝর্ণা উচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তার নিকট থেকে এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহ করে আগামী মাসের মধ্যে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভাপতি নিদেশনা প্রদান করেন।

সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। তিনি বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করাসহ আগামী ঈদের সময় প্লাটফরমের দোকান অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখারও নির্দেশনা দেন।</td><td>পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করতে হবে;
(ঙ) বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; এবং
(চ) আনন্দ বাজার মার্কেট ও মতির ঝর্ণা উচ্ছেদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তার মতামত নিয়ে আগামী মাসের মধ্যে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।</td><td>(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার (সিসিএম), পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা (ডিসিও), ঢাকা।
৬। আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় মে ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাটিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">মে ১৯ মাসের জের</th><th colspan="2">মে ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">মে ১৯ মাসে নিস্পত্তি</th><th colspan="2">মে ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৮</td><td>৫৮৮৮৪</td><td>-</td><td>-</td><td>১০৮</td><td>৫৮৮৮৪</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৫৫</td><td>৩৮৭৬৭</td><td>-</td><td>-</td><td>৫৫</td><td>৩৮৭৬৭</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৬৩</td><td>৯৭৬৫১</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬৩</td><td>৯৭৬৫১</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সাটিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে। রেলওয়ে টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের ট্রেনের টিকেট বিক্রি শুরু করা হয়েছে। টিকেট কালোবাজারি রোধে অনলাইন/মোবাইল এ্যাপস-এ টিকেট বিক্রির কোটা সম্প্রতি ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে।

সভায় অবহিত করা হয় যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মে ২০১৯ মাসে টিকেট কালোবাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৩জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে; এবং
(গ) বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটফরমে প্রবেশ করতে</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, টিকেট কালোবাজারী রোধ, যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিতকরণের জন্য আরএনবি কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সভাপতি বিনা টিকেটে প্লাটফরমে প্রবেশরোধ এবং টিকেট কালোবাজারীরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা দেন।</td><td>না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) কর্তৃক রেলওয়ে টার্মিনাল, স্টেশন, কলোনী, স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহে মে ২০১৯ মাসে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>সর্বমোট চিকিৎসা সেবা</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>৫৮</td><td>৫৬</td><td>৫১১৪</td><td>৪৭৪৪</td><td>৯৯৭২</td></tr>
</table>
উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহ হতে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), সভায় জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভাপতি কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, উক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করারও নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন। সভাপতি রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের computerized registration পদ্ধতি প্রচলন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন।

সভাপতি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার এবং সুইপারদের দায়িত্বপালন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত কর্মকতাগণের সমন্বয়ে ১টি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন:
(১) ড. মো: খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রকল্প), রেলপথ মন্ত্রণালয়...আহবায়ক
(২) পরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে....সদস্য
(৩) উপ-পরিচালক, সংস্থাপন, বাংলাদেশ রেলওয়ে....সদস্য
(৪) বিভাগীয় মেডিকেল অফিসার (ডিএমও), ঢাকা, বাংলাদেশ রেলওয়ে...সদস্য এবং
(৫) উপসচিব প্রশাসন-৪ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়....সদস্য-সচিব</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;

(খ) রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা আয়োজন করতে হবে; এবং
(ঘ) ৪ নম্বর কলামে গঠিত কমিটির সদস্যদেরকে আগামী এক মাসের মধ্যে বর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪। কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>বিবিধ</td><td>সভায় অবহিত করা হয় যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় আর্থিক সংশ্লেষ নিরূপন করার আবশ্যকতা রয়েছে বিধায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ছক মোতাবেক পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি বরাবর</td><td>৩ নম্বর কলামে গঠিত কমিটির সদস্যদেরকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্বলিত</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		সভাপতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ১টি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন: ১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়.....আহবায়ক ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে...সদস্য ৩। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে.....সদস্য ৪। যুগ্মমহাপরিচালক (অপারেশন্স), বাংলাদেশ রেলওয়ে.....সদস্য ৫। যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়......সদস্য-সচিব	প্রস্তুত করে দাখিল করতে হবে।	

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১৩.১৮-

তারিখ: আষাঢ় ১৪২৬ / জুলাই ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd